গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সংস্থাপন শাখা-১
www.mole.gov.bd

নং-৪০.০০.০০০০.০২০.০৪.০০৪.১৮-১২০

তারিখঃ ১০-১০-২০১৯ খ্রিঃ

অফিস আদেশ

যেহেতু, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরাধীন উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ঢাকা'র অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক শিবানী রাণী দত্ত কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় ডিআইএফই কর্তৃক সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি)-অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে ০৩/২০১৭ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। শিবানী রাণী দত্ত-কে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণপূর্বক মহাপরিদর্শক, ডিআইএফই কর্তৃক গত ৩০-০৩-২০১৭ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মচারীর জবাব সন্তোষজনক প্রতীয়মান না হওয়ায় বিভাগীয় মামলার তদন্তকার্য পরিচালনার জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের তৎকালীন অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (যুগ্মসচিব) ড. মো: আনোয়ার উল্ল্যাহ-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তে শিবানী রাণী দত্ত এর বিরুদ্ধে আনীত কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(এ) মোতাবেক তার বর্তমান পদ "অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক" এর নিম্নপদ "অফিস সহায়ক" পদে নামিয়ে দেয়ার দন্ডাদেশ প্রদান করা হয়। উক্ত আদেশ পুন:বিবেচনার জন্য তিনি সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বরাবর আপীল আবেদন করেন। গত ২৫-০৭-২০১৯ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানীকালে তার বিরুদ্ধে আনীত উপরিউক্ত অভিযোগের বিষয়ে বক্তব্য জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান যে, তার ভুল হয়েছে ভিন্ন নামে পাসপোর্ট করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ হয়েছে বলে সে অকপটে স্বীকার করে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে। ব্যক্তিগত শুনানীতে শিবানী রাণী দত্ত জানান দীর্ঘদিন যাবত তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত। গত ১০-১০-২০১৬ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ায় ১৮-১০-২০১৬ তারিখে হার্টে ০২টি রিং বসানো হয়। তার পর হতে ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে থাকে না এবং ০১ বছর যাবত কিডনির সমস্যায় ভুগছেন। গুরুতরভাবে অসুস্থ বোধ হওয়ায় তিনি কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত ভারতের শিলিগুড়ি ব্যাঙ্গালুরে ২৩-১০-২০১৬ হতে ১৭-১১-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত চিকিৎসাধীন ছিলেন।

যেহেতু, নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, শিবানী রানী দত্ত 'কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক প্রকল্পে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়। যেখানে তিনি ১৭ বৎসর চাকরিচ্যুত অবস্থায় ছিলেন। পরবর্তীসময়ে সরকার সদয় হয়ে তাকে রাজস্বখাতে স্থানান্তর করে যাতে সে চাকরিতে পুণর্বহাল হয়। একদিকে সরকারী চাকরির নিয়মকানুন সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা নিতান্ত কম, অন্যদিকে সে একজন অতি দরিদ্র ও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ায় সর্বদা মানসিক চাপে থাকেন বলে ব্যক্তিগত শুনানীতে ভুল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করায় মানবিক বিবেচনায় তার আপীল আবেদন মঞ্জুর করা হয়।

সেহেতু, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার অফিস সহায়ক (পদ অবনত) শিবানী রাণী দত্ত এর বক্তব্য এবং নথি পর্যালোচনা করে সার্বিক বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর আপীল নিষ্পত্তি ২১(ক) অনুযায়ী তাকে তার এন্ট্রি পদ অর্থাৎ অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে পুর্ণবহাল করা হল।

চলমান পাতা/২

সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮'র ধারা ৪ এর উপবিধি (২) (ঘ) অনুযায়ী অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদের জন্য নির্ধারিত বেতন স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপে বেতন নির্ধারণ করা হল। আদেশ জারির তারিখ হতে ইহা কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত/-
(কে এম আলী আজম)
সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

নং-৪০.০০.০০০০.০২০.০৪.০০৪.১৮-১২০/১(৬)

তারিখঃ ১০-১০-২০১৯

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে:

১। মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম ভবন, ১৯৬ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, বিজয় নগর, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। সিস্টেম এনালিস্ট, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৪। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, সিজিএ অফিস ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৫। উপ-মহাপরিদর্শক, উপ-মহাপরিদর্শকের কার্যালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, পল্টন, ঢাকা।
৬। শিবানী রাণী দত্ত, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (পদ অবনত-অফিস সহায়ক), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপ-মহাপরিদর্শকের কার্যালয়, পল্টন, ঢাকা।

১০.১০.২০১৯

(দিল আফরোজা বেগম)
উপসচিব (সংস্থাপন শাখা-১)
ফোনঃ ৯৫৭৭১৪০
section10@mole.gov.bd